OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 353 - 360
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 353 - 360
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সমরেশ বসুর ‘বিবর’ ও ‘দেশ’ পত্রিকার পাঠক প্রতিক্রিয়া

সুতপা ঘোষ
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sg6449414@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Samaresh Basu, Bibar, Obscenity, Moral Crisis, Psychological Complexity, Ethical Condition, Desh Magazine, Debate, Reader Response Theory, Reader Reception.

Abstract

In the landscape of twentieth-century Bengali fiction, Samaresh Basu occupies a distinctive and controversial position for his bold engagement with urban modernity and psychological unrest. Written during the turbulent 1960s, ‘Bibar’ reflects the moral anxieties, existential dilemmas, and fractured consciousness of a newly emergent urban middle class. The novel foregrounds themes of alienation, sexuality, and ethical disintegration, compelling readers to confront uncomfortable social realities.

Upon its publication in ‘Desh’, ‘Bibar’ provoked intense debate, particularly on the question of obscenity. While some readers condemned the work as morally transgressive, others defended it as an honest portrayal of contemporary life. The controversy generated fifty-eight documented reader responses, later included in the third volume of Samaresh Rachanabali.

This paper examines those responses through the theoretical framework of Reader Response Theory, emphasizing how meaning is not fixed within the text but is actively constructed by readers within specific socio-cultural contexts. By analyzing these contemporary reactions, the study highlights the shifting moral paradigms of the period and demonstrates how literary reception becomes a site of ideological negotiation. The paper ultimately argues that the reception of ‘bibar’ reveals as much about the anxieties of its readership as about the text itself.

Discussion

যেসব দুঃসাহসী লেখক উপন্যাসের চেনা অভ্যস্ত পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত অনভ্যস্ত পথে যাত্রা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সমরেশ বসু। তিনি মানুষের মনস্তত্ত্বের গভীরে নেমে অবচেতন সত্তার ভাবনাকে রূপায়িত করেছেন তার রচনা মধ্যে। রবীন্দ্র পরবর্তী ও ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন লেখক সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বরে ঢাকা শহরের বিক্রমপুরে এবং মৃত্যু ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ১২ই মার্চ। তিনি তাঁর এই ৬৪ বছরের জীবৎকালে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৪৬ সালে ‘আদাব’ গল্পটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সমরেশ বসু যখন সাহিত্যজীবন শুরু করেন তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 353 - 360
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থনৈতিক ভিতটি বিপর্যস্ত – দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মূল্যবৃদ্ধি, যুদ্ধোত্তর নানাবিধ সংকট, আসন্ন দেশভাগ, বেকারত্ব, কিন্তু তখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভবিষ্যৎমুখী মূল্যবোধে তাৎপর্য হারায়নি।

সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনকে মোটামুটি ভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি প্রথম মুদ্রিত গল্প 'আদাব' (১৯৪৫) থেকে 'বিবর' প্রকাশের আগের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'বিবর' (১৯৬৫) থেকে 'টানাপোড়েন' প্রকাশের আগের সময় পর্যন্ত আর 'টানাপোড়েন' (১৯৭৯) প্রকাশের পর থেকে শুরু হয় তৃতীয় পর্যায়।

যুদ্ধ পূর্বকালে সামাজিক নীতি সম্পর্কে মানুষের যে ধারণাগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলির উৎস ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ। এই সমাজ সম্পর্কিত ধারণা ও কল্যাণ সম্পর্কিত বোধ যখন পাল্টে যেতে শুরু করে তখন মধ্যবিত্ত মানুষের পুরনো বিশ্বাস, নীতিবোধ, ধ্যানধারণা এ কালের চিন্তাধারার কাছে বেমানান হতে শুরু করে তারই প্রতিফলন হয় সাহিত্যে তথা উপন্যাসে। এবং বাংলা উপন্যাস চলতে থাকে এক অন্য পথে। পরবর্তীতে আবার দেখা দেয় পরিবর্তন। বাংলা উপন্যাসের ধারাটি একটি নতুন পথে বাঁক নেই, এই দিক পরিবর্তনটি সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় সমরেশ বসুর 'বিবর' (১৯৬৫) উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক কাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "নদীর সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না, যখন সে বাঁক নেয়, তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন।"[১]

সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭), 'পাতক' (১৯৬৯), 'বিশ্বাস' (১৯৭১) এবং 'অশ্লীল' (১৯৭২) যেন একই সত্তার গল্প। তবে 'বিবর' উপন্যাস সমরেশ বসুর খ্যাতি ও অখ্যাতি দুটোরই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পর্বে লেখক নিজেই বাস করেছেন জগদ্দল এলাকায়। সমরেশ বসু ব্যক্তি অভিজ্ঞতার আলোকে 'বিবর' উপন্যাসটি নানা সংকটের মধ্যে দিয়ে রচনা করেছেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "সমরেশ বসুর সাহিত্যিক জীবন এইবার একটা নতুন দিকে মোড় ফিরবে। তাঁর সাহিত্যিক জীবনে 'গঙ্গা' (১৯৫৭) একটা মাইলস্টোন। দ্বিতীয় মাইলস্টোন 'বিবর' (১৯৬৫)। এই দ্বিতীয় মাইলস্টোনে পৌঁছানোর আগে সমরেশের অন্বেষা কত বিচিত্র মুখে ঘুরেছে – কোন কোন অভিজ্ঞতায় স্তর পেরিয়ে তিনি তাঁর সর্বাধিক বিতর্কিত উপন্যাসে উপনীত হলেন..."[২] – সেটাই বিবেচ্য। তিনি আরো মনে করেছেন সমরেশ বসু যখন বিবর লিখেছেন তখন তিনি ব্যক্তিজীবনের জটিলতায় জর্জরিত।

১৯৬৭ সালে সমরেশ বসু গৌরীদেবী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও শ্যালিকা ধরিত্রীদেবীকে বিবাহ করেছিলেন তার চার-পাঁচ বছর আগে থেকেই তিনি এই জটিলতার আবর্তের ঘূর্ণিপাকে আটকে যান। এই সময় তিনি তিক্ত হয়ে উঠেছিলেন সমাজ, রাজনীতি, সংসার ও দাম্পত্যজীবনে। তার সান্ধ্য মদ্যপানের মাত্রা এই সময়েই বাড়তে থাকে। তিনি 'মধ্যবিত্ত পোষমানা জীবন' যাদের তাদের প্রতি ব্যঙ্গক্তি করেছেন। ক্ষোভ, ক্রোধ ও সর্বৈব অবিশ্বাস সমরেশ বসুকে ঠেলে দেয় একাকীত্বের দিকে সেই সময়ই তিনি লেখেন 'বিবর'। তিনি চেয়েছিলেন সমকাল-আশ্রিত লেখা লিখতে তার জন্য তিনি এই সময়পর্বের লেখায় নিয়ে এসেছেন আত্মকথন রীতি। তিনি যেভাবে জীবনকে অন্বেষণ করতে চেয়েছিলেন তার জন্য এই আত্মকথন রীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের উপন্যাসের চরিত্র যুবা বয়সের কারণ তিনি এই সময়টাকে ধরতে চেয়েছেন যুব সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। 'বিবর' এ রয়েছে মধ্যবিত্ত জীবনের অসারতা, এছাড়াও আমরা সকলে নানা দিক থেকে বন্দী সেই বন্দীত্ব থেকে মুক্তিলাভের আশা। বিবর অর্থাৎ গর্ত। 'বিবর'কে সমরেশ বসুর আত্মপ্রতিকৃতি বলতে পারিনা বরং বলতে পারি অন্তর্ভাবনাযুক্ত আত্মজীবন।

সাহিত্য মহলে 'বিবর' উপন্যাস নিয়ে রীতিমত সমালোচনার ঝড় উঠেছিল 'দেশ' পত্রিকায়। নীতি, রুচি, শালীনতা, পারিবারিক শৃঙ্খলা, সামাজিক অনুশাসন এ সমস্ত প্রশ্ন উঠেছিল এই উপন্যাস ঘিরে। এই উপন্যাসের দ্বারা মূলে স্থূলে স্পৃষ্ট

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 353 - 360
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়েছিল সমকালীন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, মনস্বী প্রাবন্ধিক এমনকি সাধারণ অফিসের কেরানি - এককথায় রিডিং পাবলিক বলতে যা বোঝায়।

মূলত, জেনে নেওয়া প্রয়োজন পাঠক প্রতিক্রিয়া বা Reader Response theory আসলে কি? কারণ আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ দিক পাঠক প্রতিক্রিয়া। সুতরাং পাঠক প্রতিক্রিয়া বা Reader Response সম্বন্ধীয় ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন— লেখক ও পাঠক এই দুই মূল উপাদান পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই সুদূর অতীতকাল থেকে নিজেদের ভাবের আদান-প্রদান ঘটিয়ে সাহিত্যশৈলীকে বিকশিত করে চলেছে। পাঠক ও সাহিত্যিকের এই আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে উঠে আসে সাহিত্য সমালোচনার দিক এই যে সাহিত্য সমালোচনার দিক তার থেকে ভিন্ন গোছের হচ্ছে Reader Response theory বা পাঠক প্রতিক্রিয়া। ভিন্ন গোছের কারণ এখানকার মূল উপজীব্য বিষয় কোনো সাহিত্য পাঠ করে পাঠকের মনের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সেটাই। এই theory-তে পাঠককে সর্বাধিক মান্যতা দেওয়া হয়।

> "Reader response theory concerned with the relationship between text and reader and reader and text, with the emphasis on the different ways in which a reader participates in the course of reading a text and the different perspectives which arise in the relationship."[৩]

'Readers response' তত্ত্বের পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন পার্সি লাবক । তিনি পাঠকদের দৃষ্টিকোণ এবং তাদের শিল্পবোধের ধারণ ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছেন। তার ভাষায়—

> "But something may first be said of the reading of a novel. The beginning of criticism is to read aright, in other words to get into tough with book as nearly as may be. It is a forlorn enterprise— that is admitted; but there are degrees of unsuccess."[৪]

পার্সি লাবকের উপন্যাস সমালোচনা তত্ত্বে মূল কথাটি হল পাঠক তথা আলোচকের মননে ও চিন্তনে প্রতিটি উপন্যাসের ভিন্নতার প্রতিফলন থাকে এবং উপন্যাসের অন্তিম মূল্য নির্ধারিত হয় জীবনবোধে।

Formalism এবং New criticism তত্ত্বে লেখক এর লেখাকেই তার অর্থোদ্ধারের একমাত্র উৎস মনে করা হত। এই মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ reader response criticism উদ্ভাবিত হয়। এই তথ্য অনুসারে বলা যায় কেবলমাত্র পাঠকই একটা Text এর বিভিন্ন ধরনের অর্থানুসন্ধান করতে পারে। L. A. Richards সাহিত্যকার্যের সাফল্যের চাবিকাঠি হিসাবে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন। এছাড়াও এই তত্ত্বের অন্যতম একজন প্রবক্তা stanley Fish তাঁর 'literature in the reader : effective statistics (1970)' গ্রন্থে বলেছেন সাহিত্যের ক্ষমতা কতখানি তা নির্ভর করে সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয় পাঠককে কতখানি প্রভাবিত করল তার ওপর। Text এর যে অর্থ দেওয়া হয়েছে সেই অর্থ নিয়ে পাঠক সন্তুষ্ট নয় নতুন অর্থ খুঁজে বার করায় তার কাজ। কিন্তু উপন্যাস সমালোচনা তত্ত্ব আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এটুকুই বলা যায় যে উপন্যাস কেমন হবে তার নির্দিষ্ট বিধি আজ অন্তর্হিত।

'বিবর' উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই পাঠক প্রতিক্রিয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা সেই সময়ের পাঠকরা 'বিবর'কে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন তা এই উপন্যাসের পক্ষে, বিপক্ষে ও নিরপেক্ষ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝা দরকার। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "আমার প্রথম বলার কথা গত দেড়শো বছরের বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'বিবর' সবথেকে আলোড়ক উপন্যাস। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমি বলছি 'আলোড়ক' বিশেষণটির প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া কোনও লেখকের পক্ষেই বড় কথা নয়। আলোড়ন তখন যে জেগেছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহে নেই। আমরা এই খন্ডের গ্রন্থপরিচিতিতে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই আলোড়নের প্রমানবহ বেশ কিছু চিঠি তুলে দিলাম।"[৫]

'দেশ' সাপ্তাহিকে যে পত্রস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় মূলত ১৩ অক্টোবর ১৯৬৫-তে সন্তোষকুমার ঘোষ ও দিলীপকুমার বিশ্বাসের দুটি চিঠি প্রকাশ পায় তা থেকে। এই সংখ্যায় সন্তোষকুমার ঘোষ প্রথমেই সমরেশ বসুর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 353 - 360
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিবর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এমন বই লিখতে শক্ত কব্জি এবং ছাপতে বুকের পাটা লাগে অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত জ্ঞাপন করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক দিলীপ কুমার বিশ্বাস তিনি 'বিবর'কে আগাগোড়া কাঁচা কদর্য অশ্লীলতার একটি প্রবাহ বলেছেন। এরপর দেশ পত্রিকায় 'বিবর' সংক্রান্ত পাঠকদের যে নানান মতামত 'প্রমানবহ বেশকিছু চিঠি' থেকে তার ইতিবাচক, নেতিবাচক ও নিরপেক্ষ দিকগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা যাক।

'দেশ' পত্রিকা ১৩ ই অক্টোবর ১৯৬৫ থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ছয়টি সংখ্যায় প্রায় ৫৮ জন পাঠকের মতামত ব্যক্ত হয়েছে। এই বিতর্ক মূলত দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। এই উপন্যাসের নায়ক অশ্লীল সুতরাং এই উপন্যাসটি তরুণ-তরুণীদের পাঠ্য হওয়া উচিত নাকি অনুচিত। 'দেশ' পত্রিকার মোট ৫৮ জন পাঠকের মধ্যে মূলত ৩৬ জন 'বিবর' এর সপক্ষে নিজেদের যুক্তি খাঁড়া করেছেন। বিপক্ষে ১৩ জন এবং নিরপেক্ষ মত দিয়েছেন ৮ জন। নিম্নে এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক মন্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

দেশ॥ ১৩ অক্টোবর ১৯৬৫

শারদীয়া সংখ্যা 'দেশ' এ প্রথমেই 'বিবর' সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বিপক্ষীয় মন্তব্য করেছেন দিলিপকুমার বিশ্বাস। যে মন্তব্যে পরবর্তী পাঠকদের প্রতিক্রিয়া আরও স্পষ্ট হয়েছে। দিলিপকুমার বিশ্বাস এককথায় মন্তব্য করেছেন এটি আগাগোড়া কাঁচা, কদর্য অশ্লীলতার একটি প্রবাহ। তিনি একের পর এক আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন 'বিবর'কে আগাগোড়া একটি অসুস্থ বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত লেখা বলেছেন যা পড়ে সমবেদনার জায়গায় গা ঘিনঘিন করে ওঠে। তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন 'দেশ' পত্রিকার কথা ভেবে কারন পত্রিকাটি রবীন্দ্র ঐতিহ্যে-লালিত। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য তিনি চিন্তিত হয়ে লিখেছেন—

> "দেশ শারদীয়া সংখ্যা বাড়িতে ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিগোচর যাতে না হয় এই ভেবে যদি লুকিয়ে রাখতে হয় তাহলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুর্দিন এসেছে বলেই ধরে নিতে হবে। তরুন বয়স্ক কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কথাটা আর নাই তুললাম।"[৬]

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া : সন্তোষকুমার ঘোষ 'বিবর' সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকায় মন্তব্য করেছেন বাংলাসাহিত্যের সেরা দশটি উপন্যাসের সর্বশেষ সংযোজন 'বিবর'। তিনি যুগধর্মী রচনার সমস্ত লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন এই উপন্যাসে। তার বক্তব্য অনুযায়ী এই উপন্যাস পড়তে গেলে গায়ে কাটা দেয়, থুতু ঘন এবং দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়, চেনা মানুষকে দেখে আঁতকে উঠতে হয় তবুও 'বিবর'-কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উপন্যাসের নায়ক সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে—

> "একালের পটভূমিতে সঞ্চারমান এক শয়তনকে সমরেশ যতটা ডাহা সত্য করে তুলেছেন ততটা সাম্প্রতিক অন্য কোন কথাকাহিনীতে কেউ পেরেছেন বলে মনে পড়ে না।"[৭]

এছাড়াও তিনি 'বিবর' - এর ক্ষেত্রে 'শেষের কবিতা'-র প্রসঙ্গ টেনেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বাংলা কথাসাহিত্যের সড়কে এই মাইলফলকের শেষ ফলক হিসেবে তিনি দেখেছেন 'বিবর'-কে।

দেশ॥ ৬ নভেম্বর ১৯৬৫

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া : অধ্যাপক সামসুল হকের বক্তব্য, অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের ক্রোধোক্তি সম্পর্কে। তিনি একটির পর একটি শ্লেষাত্মক বাক্যে অধ্যাপক বিশ্বাসের যুক্তিগুলি খন্ডন করেছেন। 'বিবর' আগাগোড়া কাঁচা হলেও পচা নয় জীবিত, 'বিবর' পড়ে শুধু গা ঘিনঘিন করে তাই নয় বরং সমস্ত বিবেককে জাগিয়ে দিয়ে ক্রিমিময় অস্তিত্বকে দেখিয়ে দেয় বিবরদর্পণ। অন্য আর একজন পাঠক উমাশংকর বন্দোপাধ্যায়, তিনি প্রথমেই পত্রিকার সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়ে 'বিবর' নিয়ে দু-একটি কথা লিখেছেন - মহাযুদ্ধের সীমানা পার হয়ে এলেও মানুষ যে এখনও নৈরাশ্যময় জটিলতার মাঝখানে ধুঁকছে 'বিবরে'র নায়ককে তারই প্রতীক হিসেবে হাজির করে সামাজিক দিকনির্ণয় করেছেন সমরেশ বসু। তাই তিনি বলেছেন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 353 - 360
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লেখার শ্লীলতা অশ্লীলতার বিচার পুরানো মপকাঠিতে উপক্ষয়নীয়। সরোজ বন্দোপাধ্যায় মুক্তকণ্ঠে 'বিবর' এর প্রশংসা ও দিলীপকুমার বিশ্বাসের মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন দিলীপবাবু লেখাটি পড়েছেন তো শেষ অবধি? প্রথম প্রশ্ন উঠেছে 'বিবরে'র নায়ক অশ্লীল, সেক্ষেত্রে তিনি 'বিবরে'র নায়কের জীবন্ত প্রতিক্রিয়াকে জীবিতকল্প সমগ্রতার নিদর্শন বলে তুলনা টেনেছেন ডেনমার্কের উদ্ভ্রান্ত রাজকুমারের, যে অশ্লীল উক্তি করেছিল তার প্রেমিকার প্রতি কিন্তু তবু চরিত্রটি অশ্লীল হয়ে যায়নি বরং তিনি মনে করেন 'বিবরে'র ভাষা অন্য হলে তা ব্যর্থ হয়ে যেত। দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠেছিল তরুণদের এই বই পড়তে দেওয়া হবে কিনা, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

> "সমরেশ বসুও কচি মাথার জন্য, কাঁচা মনের জন্য এই বই লেখেননি। ... এই বই আমাদেরই জন্য লেখা।"[৮]

এই 'বিবর' সুখস্বপ্নকে ধাক্কা মেরে চূর্ণ করে। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া—

> "বাস্তবিক যত স্পষ্ট করেই প্রচলিতভাবে নিষিদ্ধ কথা উপন্যাস বা গল্পে বলা হোক না কেন – শেষ বিচারে তার মূল্য নির্ধারিত হয় কোন নৈতিক তাৎপর্যে এই সব বিধৃত এই কেন্দ্রীয় প্রশ্নে। বলাই বাহুল্য, বিবর এই বিচারে উত্তীর্ণ।"[৯]

কারন বিবরের নায়ক বাংলাদেশেরই নতুন যুবকশ্রেনীর প্রতিভূ।

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া : স্নিগ্ধা বন্দোপাধ্যায় প্রথমেই প্রশ্ন তোলেন সমরেশ বসু নামক লেখক লিখিত 'বিবর' গল্পটি কি করে 'দেশ' এর মত কাগজে ছাপা হতে পারে। তিনি বলেছেন—

> "আমরা, সাধারন গৃহকর্তীরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে সাহিত্যে মনটা হালকা করে নিতে চাই, তারা এ রচনা পাঠ করে বই ছুঁড়ে ফেলবে, গঙ্গা জলে চান করতে চাইবে, লেখককে প্রশ্ন করতে চাইবে কোন অধিকার আছে আপনার এত তীব্র দুর্গন্ধ রস পরিবেশন করার।"[১০]

তিনি প্রশ্ন তোলেন এই নরকযন্ত্রণা দেওয়ার অর্থ নিয়ে।

দেশ॥ ১৩ নভেম্বর ১৯৬৫

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া : বিমলচন্দ্র রায়চৌধুরী সন্তোষকুমার ঘোষের লেখকের প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত বিরাটবক্ষ প্রশংসা সে বিষয়ে সাধুবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে কথার বানে বিদ্ধ করেছেন দিলীপকুমার বিশ্বাসকে ব্যাঙ্গোক্তি করে বলেছেন— হাঁ ঈশ্বর কাহাদের হস্তে আমাদের সন্তানদির শিক্ষার ভার? অরুনকুমার সান্যাল শ্রীবিশ্বাসের উক্তির উত্তরে বলেছেন উপন্যাসটি কাঁচা তো নয়ই কদর্যও নয়। আরও বলেছেন 'দেশ' পত্রিকাকে যেদিন শিশুসাথী, শুকতারা ইত্যাদির সাথে একাসনে বসিয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূজা করা হবে সেদিন সত্যিই সাহিত্য ও সংস্কৃতির দুর্দিন।

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া : পরিমল লাহিড়ী সন্তোষকুমার ঘোষের বক্তব্যের বিপক্ষে মন্তব্য করেছেন। বাংলাসাহিত্যে অনেক মহৎ উপন্যাস আছে যেগুলি অনেকাংশে প্রগতিসম্পন্ন বা উৎকর্ষতর কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ যে আধুনিকতার মোড়কে ভরা 'বিবর'-কে বাংলাসাহিত্যের ১০টি উপন্যাসের শেষ সংযোজন করেছেন তা পরিমল লাহিড়ী মানতে নারাজ। বরং তিনি দিলীপকুমার বিশ্বাস সম্পর্কে লিখেছেন তার মধ্যে একজন সত্যিকার সাহিত্য পাঠকের প্রতিক্রিয়ার অভিব্যাক্তি রয়েছে।

দেশ॥ ২০ নভেম্বর ১৯৬৫

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া : বাসুদের মুখোপাধ্যায় বলেছেন শ্লীলতা অশ্লীলতা নিয়ে বাগবিতণ্ডা পুরনো হয়ে গিয়েছে। তবু তিনি নীতিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রশ্ন করেছেন— বালক-বালিকাদের সামনে বের করা যায় কিনা যায় না তাই দিয়ে হবে উপন্যাসের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 353 - 360
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিচার? সমরেশ বসুর 'বিবর' আধুনিক যুগের পচনের দিকে এক মর্মান্তিক অঙ্গুলি নির্দেশ। রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিবর' টেকনিকের বিচারে অর্থাৎ 'Stream of Consciousness' ঢঙে লেখা। সমরেশ বসুর কৃতিত্ব এই যে তিনি কেবলমাত্র নায়কের মন নয় বাহ্যিক ব্যবহারের যথাযোগ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন সমরেশ বসু সর্তর, কাফকা, কাম্যু কাউকেই না ভুলে উপন্যাসের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট করেছেন। মিলটনের বাইবেল কথিত ভগবানের স্নেহধন্য শয়তানের কথা Better to reign in hell than to serve in Heaven. মতো বিবরের নায়ক ও নিজেকে 'শালা খচ্চর' বলার ক্ষমতা রাখে। তিনি বলেছেন এই উপন্যাসের সার্তরীয় জীবনদর্শনটি মুখ্য অশ্লীলতা গৌন। সমরেশ বসুর তুলনা কেবল লরেন্সে মেলে. কিছুমাত্রায় সার্তর ও টমাস মান এ।

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া : বিমল বসু বলেছেন 'বিবরে'র নায়কের গতি নির্দেশ করেছে উদ্দেশ্যহীনতা, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস। 'বিবর' বর্ণিত দুর্গন্ধে যারা আমোদিত হচ্ছেন, তারা কতিপয় ও বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নগণ্য। কারণ নর্দমাকে নাকের সামনে তুলে ধরাকে কখনোই নির্ভীকতা বা সাহসিকতা বলে না। 'বিবরে'র আদিতে ও অন্তে এই দুর্বলতার সুযোগ সুস্পষ্ট।

দেশ।। ২৭ নভেম্বর ১৯৬৫

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া : অধ্যাপক উদয়ন চক্রবর্তী 'বিবর' এর মধ্যে cosmic disgust-এর আঁচ লক্ষ্য করে বলেছেন সমরেশ বসুর মোট লব্ধপ্রতিষ্ট লেখকরা যদি এভাবে শক্ত হাতে কলম ধরেন তবে বাংলা সাহিত্যের অনেক উপকার হয়। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন যারা এ জাতীয় লেখাকে ছেলেমেয়েদের থেকে লুকিয়ে রাখতে চান তারা নিশ্চয়ই কালিদাসের রচনা, বৈষ্ণব পদাবলী ইত্যাদিও লুকিয়ে রাখেন। 'বিবর' এর নায়ক ও অনুভব করেছে Jossof k এর মতো Nobody can be the companion of anyone here. আবার কখনো কাম্যুর নায়কের মোট - He seems to lack the basic emotions and reactions(including hypocrisy) that are required of him – এধরনের বলিষ্ঠ উপন্যাস ছাপার জন্য তিনি সম্পাদক মণ্ডলীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া : দীপক গোস্বামী উপন্যাসের আঙ্গিক বা প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে বলেছেন সেটা প্রয়োজনহীন নোংরা হয়ে পড়েছে। তিনি অবাক হয়েছেন সন্তোষকুমার ঘোষের মন্তব্যে কারণ তিনি 'বিবর' - কে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতার' সাথে একাসনে বসিয়ে বাংলা সাহিত্যের মাইলফলক বলতেও দ্বিধা করেন না, তাই এই পাঠক শেষে ব্যঙ্গোক্তি করে বটতলার পুস্তকের প্রসঙ্গ টেনেছেন। এছাড়াও পত্রলেখা ভট্টাচার্য 'বিবর' - কে বলেছেন ডিটেকটিভ পর্নোগ্রাফি।

দেশ।। ৪ ডিসেম্বর ১৯৬৫

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া : দিলীপকুমার নন্দী 'বিবরে'র নায়কের স্বীকৃতির রূপ বোঝাতে মহাভারতের প্রসঙ্গ টেনেছেন কৃষ্ণ একবার পঞ্চপান্ডবের সবাইকে এককভাবে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মাতা কুন্তীর সুন্দর ও আদ্যাপী যৌবন অটুট দেহ দেখে তাদের মনে বিকার এসেছে কিনা। ধর্মপুত্র তার উত্তরে বলেছিলেন বিকার আসা সত্বেও সংযমের দ্বারা দমন করতে পারেন বলেই তিনি মানুষ। সুস্থ মনের এই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি রয়েছে 'বিবরে'র নায়কের সর্ববর্ণনায়।

সাধন সেনগুপ্ত বলেছেন সমরেশ বাবুর 'বিবর' যে সত্যিই একেবারে বাজে অথবা 'পুরোপুরি অশ্লীল' নয় তার প্রমাণ হয়ে গেছে কারণ যারা উপন্যাসটির বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন তারাও শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলেছেন এখানেই আংশিক সাফল্য সূচিত হয়েছে। নির্ভীক সাহিত্যিকদের কপালে বিভ্রাট জুটেছে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বিবর' একটা নতুন দিককে উন্মোচিত করেছে সৎ, সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল পাঠকদের কাছে লেখক আবার আলো দেখিয়েছেন 'বিবরে'-র মাধ্যমে।

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া : প্রমথ সেনগুপ্ত এই উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন, উপন্যাসের ঘটনাধারা সম্পর্কেও অস্পষ্টতা লক্ষ্য করেছেন, এমনকি বিষয় সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন যেমন প্রেমের মহত্ব বা যৌন আকর্ষণের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 353 - 360
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বলিষ্ঠতা দুটোর অভাব আছে। নায়কের 'বিবর মুক্তি' উপন্যাসের সমস্যা। এছাড়াও বাসুদেব দেব 'বিবর' আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধূমকেতু মহৎ ও মানবিক ধ্রুবতারা নয় বলেই মনে করেছেন।

বিবর' উপন্যাসের নিরপেক্ষ পাঠকদের প্রতিক্রিয়া :

> "Reader response criticism is a school of literary theory that focuses on the reader and their experience of a literary work"[১১]

একজন পাঠক তার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কোন সাহিত্য সম্পর্কে নিজের মতামত রাখেন, যদি সেই লেখা হয় তর্কবিতর্কমূলক তাহলে সেখানে যেমন লেখা বা লেখকের পক্ষে ও বিপক্ষে মন্তব্য থাকে ঠিক তেমনি পাঠক কখনো কখনো নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে। 'দেশ' পত্রিকায় সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসকে ঘিরে যে তর্কবিতর্ক ও ব্যক্তিগত আক্রমণ এ সমস্ত কিছুর মাঝে ৫৮ জন পাঠকের মধ্যে ৮ জন পাঠক এই পক্ষে, বিপক্ষে তর্কে না জড়িয়ে নিরপেক্ষ মতামত দিয়েছেন।

নিরঞ্জন শিকদার বলেছেন—

> "...মনে হয় সন্তোষবাবু আর দিলীপবাবু দুজনেই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন।"[১২]

একজন 'বিবর'-কে যুগান্তকারী ঘোষনা বলে আকাশে তুলেছে – অপরজন শিক্ষা ও রুচির সর্বনাশ হলো এমন ভাব দেখিয়েছেন, একজন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দশটি উপন্যাসের একটি খুঁজে পেয়েছেন - অপরজন দেশের অধঃপতনে শঙ্কিত। কিন্তু এই পাঠক নিজেই জানিয়েছেন তিনি উপন্যাসটি বাদ দিয়ে পড়েছেন এবং এত ভাবেননি। ভবানীপ্রসাদ ঘোষ সমরেশ বসুকে 'বিবর' লেখার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও 'দেশ' সম্পাদকমন্ডলীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ ও দিলীপকুমার বিশ্বাস এর মধ্যে কারোর মন্তব্যকেই স্বীকার করেননি। মনীন্দ্র রায় চৌধুরী, তিনি ঠিক নিরপেক্ষ কি বলা যায় না, তবে তিনি পক্ষে ও বিপক্ষে দুই দিক থেকেই নিজের বক্তব্য রেখেছেন একবার বলেছেন বিবর আগাগোড়া কাঁচা, কদর্য, অশ্লীলতার একটি প্রবাহ তাতে সন্দেহ নেই, আবার বলেছেন উপন্যাসের আশ্চর্য সুন্দর সমাপ্তি তাকে অভিভূত করেছে। অলককুমার খাস্তগীর বলেছেন প্রধানত 'বিবরে'-র শ্লীলতা ও অশ্লীলতা নিয়েই আলোচনা ও বিতর্ক প্রবল হয়ে উঠেছে কিন্তু এ বিতর্ক অনাবশ্যক। কেন না অস্কার ওয়াইল্ড এর মতে কথা উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে, বই শুধু দু-ধরনেরই হতে পারে 'well written or badly written' moral অথবা immoral বই বলতে কিছুই নেই। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন সে বিতর্কে নিজেকে জড়াতে চাই না। অন্যদিকে, অরুণকুমার বেদজ্ঞ 'বিবরে'-র প্রশংসা করেছেন traditional ধারার বাইরের লেখা বলে, আবার বলেছেন সমাজের ওপর তলার অবক্ষয় দেখাতে দেখাতে লেখক মাঝেমাঝে বেশ বাড়াবাড়ি করেছেন। এই লেখা পড়তে পড়তে অবসাদ এসে যাই কিন্তু তবুও এই সাহসিকতার জন্য তিনি লেখককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে, যেসমস্ত নিরপেক্ষ পাঠকরা নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন 'দেশ' পত্রিকায় তাঁরা অনেকেই বলেছেন তাঁরা 'বিবর' উপন্যাসটি কেউ কেউ বাদ দিয়ে না পড়ে পারেননি, আবার কেউ কেউ উপন্যাসটি পড়েননি পর্যন্ত কিন্তু কোন সাহিত্য বা লেখা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার আগে পাঠ সম্পন্ন করা আবশ্যক বলেই জানি। Reader response theory অনুযায়ী—

> "Fundamentally, a text whatever it be (poem, short story, essay, scientific exposition), has no real existence until it is read... A reader complete its meaning by reading it."[১৩]

সুতরাং যারা উপন্যাসটি না পড়ে মন্তব্য করেছেন মন্তব্য করার ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, বহুনিন্দিত বহুচর্চিত সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে সেদিনের পাঠকদের উত্তেজনা তর্কবিতর্ক আজ অনুভব করা সম্ভব নয়। প্রথমে কলকাতার শহর আদালতে অশ্লীলতার দায়ে সমরেশ বসুকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 353 - 360
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অভিযুক্ত করা হয়, যদিও তার বিপক্ষের যুক্তিগুলি কোনটাই সাহিত্য যুক্তি ছিল না। তবুও কলকাতার মামলার ফল লেখকের পক্ষে পুরোপুরি না আসাই উচ্চতর আদালত নয়াদিল্লিতে মামলা হয়। দীর্ঘকাল পরে সেই অশ্লীলতার দায় থেকে লেখক এবং 'বিবর' মুক্ত ঘোষিত হয়। ইতিবাচক নেতিবাচক বহুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে 'বিবর' নিষিদ্ধতার অন্ধকারময় আবদ্ধতাকে অতিক্রম করে স্বচ্ছ আকাশে ডানা মেলে বর্তমান পাঠকের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছায়। সমরেশ বসুর এই লড়াই এ পক্ষে ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক কথাসাহিত্যিক কবি বুদ্ধদেব বসু। যার ফলে 'বিবরে'র জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের, মানুষের রুচির ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং তখনকার পাঠকের কাছে 'বিবর' আর বর্তমান পাঠকের কাছে বিবর এই দুই সময়ের পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৩), 'সাহিত্যের পথে', 'আধুনিক কাব্য', পৃ. ১০৩

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (সম্পা), 'সমরেশ রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড', 'ব্যক্তির সংকট ও চ্যালেঞ্জ', ৮৭, অরবিন

৩. J. A, Cuddon, originally published 1991, 'dictionary of literally term and literary theory', penguin reference 3rd edition p. 726

8. Percy, Lubbock, 1st published 1921, 'The craft of friction' Jo Jonathan cape London, p. 13-14

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (সম্পা), 'সমরেশ রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড', 'ব্যক্তির সংকট ও চ্যালেঞ্জ', ৮৭, অরবিন্দ রোড, নৈহাটি, ২৪ পরগনা (উ), ৭৪৩১৬৫

৬. তদেব, পৃ. ৫৫১

৭. তদেব, পৃ. ৫৫০

৮. তদেব, পৃ. ৫৫৩

৯. তদেব, পৃ. ৫৫৬

১০. তদেব, পৃ. ৫৫৩

১১. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/২.

১২. পূর্বোক্ত গ্রন্থপরিচিতি; শিকদার, নিরঞ্জন, দেশ ১৩ অক্টোবর ১৯৬৫, পৃ. ৫৫৪

১৩. J. A, Cuddon, originally published 1991, 'dictionary of literally term and literary theory', penguin reference 3rd edition p. 726